

বহুল জিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমূহ

রুকইয়াহ সংক্রান্ত

১. রুকইয়াহ কী?

উত্তরঃ ব্যবহারিক অর্থে রুকইয়াহ শারইয়াহ বলতে ইসলামসম্মত ঝাড়ফুক বুঝায়।

রুকইয়ার পারিভাসিক অর্থ হল, “কোরআনের আয়াত, আল্লাহর নামের যিকর, হাদিসে রাসূল ﷺ অথবা সালাফে সালাহীন থেকে বর্ণিত দোয়া পাঠ করার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে কোন বিপদ থেকে মুক্তি চাওয়া কিংবা রোগ থেকে আরোগ্য কামনা করা।”

একদম সহজে বললে, রুকইয়াহ হলো বদনজর, জ্বীন, যাদু ইত্যাদি প্যারানরমাল সমস্যার পাশাপাশি কিছু শারিরিক অসুস্থতার জন্য ইসলাম সম্মত ঝাড়ফুক বা চিকিৎসা পদ্ধতি। এই চিকিৎসায় সাধারণত কুরানের আয়াত ও হাদিসে বর্ণিত দুয়া পড়ে সরাসরি ঝাড়ফুক করা হয়, অথবা পানি, মধু, তেল ইত্যাদিতে ফুঁ দিয়ে ব্যবহার করতে বলা হয়।

২. সেলফ রুকইয়াহ কী?

উত্তরঃ বাকীকে দিয়ে রুকইয়াহ করানো ছাড়া নিজে নিজেও রুকইয়াহ করা যায়। আর এটাকেই সেলফ রুকইয়াহ বলে।

৩. আমি আগে কবিরাজ দেখিয়েছি, এখন কি আগের তদবিরের সাথে রুকইয়াহ করতে পারব?

উত্তরঃ না। আগের কবিরাজ, তাদ্বিক, জিন হুজুর ইত্যাদির কাছে যাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে তওবা করবেন, কোন কুফরি-কালাম দিয়ে চিকিৎসা কারির কাছে গেলে কালিমা পড়ে আল্লাহর তওবা করে মাফ চেয়ে এরপর শরঈ রুকইয়াহ শুরু করবেন।

৪. রুকইয়াহ কেমন বিষয় না?

উত্তরঃ এটা মনের আশা পূরণ কিংবা অসাধ্য সাধনের কোন তদবির না, স্বামীকে বশ করার কোন মন্ত্র না, এটা নামাজ-রোজা কিংবা হজ্ব-যাকাতের মতন বিশেষ কোন ইবাদাত না। এটা একটা চিকিৎসা পদ্ধতি। সব সমস্যার সমাধান বলতে যদি কিছু থাকে, তাহলে সেটা হল আল্লাহর কাছে দোয়া করা।

৫. আমার আসলেই xyz.. সমস্যা আছে কি না, এটা কিভাবে বুঝব?

উত্তরঃ আপনার সমস্যা এটার লক্ষণের সাথে মিলিয়ে দেখলে বুঝা যাবে, আর ক্ষেত্রবিশেষে রুকইয়াহ করে নিশ্চিত হওয়া লাগতে পারে।

৬. সমস্যা ভাল হতে কতদিন রুকইয়াহ করা লাগবে?

উত্তরঃ এক কথায় উত্তর হল, পৃথিবীর কোন রোগের ক্ষেত্রেই এটা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব না, আল্লাহ যখন চাইবেন তখনই হবে, আল্লাহই ভাল জানেন। তবে অভিজ্ঞতার আলোকে বললে, সমস্যার দৈর্ঘ-প্রস্থ-গভীরতা অনুযায়ী সময় কম বেশি লাগে। বদনজরের সমস্যার ক্ষেত্রে ভালোভাবে রুকইয়াহ করলে ১ সপ্তাহের বেশি লাগে না, তবে খুব বেশি হলে এক মাস পর্যন্ত লাগতে পারে। জাদু – জ্বিনের ক্ষেত্রে এভাবে বলা সম্ভব না, তবে বারবার জাদু না আর জাদুর সাথে জ্বিন জড়িত না থাকলে এক সপ্তাহ থেকে থেকে চার মাস পর্যন্ত লাগতে পারে। জ্বিনের ক্ষেত্রে; এর সাথে যদি জাদুর সমস্যা না থাকে, আর ভালোভাবে রুকইয়াহ করা হয়, তাহলে অধিকাংশ সময় এক সেশনেই চলে যায়, আর কখনও এক মাস পর্যন্ত লাগতে পারে। তবে যদি জাদুর কারণে জ্বিন ভর করে থাকে কিংবা বারবার জাদু করতেই থাকে তাহলে বিষয়টা জটিল হয়ে যায়, তখন সময় বলা একদমই সম্ভব না। তবে কিছুদিন ভালভাবে রুকইয়াহ করার পর সমস্যা নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

আরেকটা বিষয় হল, কারও কারও ক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছায় আজীবন সমস্যা কমবেশি থেকেই যায়। সম্পূর্ণ ভাল হয় না। এক্ষেত্রে রোগী এবং তার পরিবার যদি কোন নাজায়েজ পদ্ধতি বা কুফরি জাদুর সহযোগিতা না নিয়ে সবর করে, তাহলে আল্লাহ তা’আলা আখিরাতে এর বিনিময়ে ক্ষমা এবং জালাত দেনেন।

৭. সাত দিনের ডিটক্স (detox) রুকইয়াহ কি?

উত্তরঃ এটা একটা বিশেষ রুটিন, এই নিয়মের মাঝে এক সপ্তাহে একসাথে অনেক ধরনের রুকইয়াহ প্রয়োগ করা হয়। যেমনঃ পানি, মধু, কালোজিরা খাওয়া, তিলাওয়াত করা, গোসল, তেল ব্যবহার ইত্যাদি। (বিস্তারিত পাওয়া যাবে এই ঠিকানায়- ruqyahbd.org/detox অথবা ‘রুকইয়াহ’ বইয়ে।)

৮. যার সমস্যা তার বদলে আমি রুকইয়াহ করলে হবে?

উত্তরঃ এটার উত্তর ব্যক্তিতেদে ভিন্ন হবে। শুধুমাত্র বিচ্ছেদের জাদুর ক্ষেত্রে যদি স্বামীত্বী দুইজন দুই স্থানে থাকে, তখন একসাথে দুজনের রুকইয়াহ করতে পরামর্শ দেয়া হয়। এর বাহিরে একজনের রুকইয়াহ অন্যজন করলে বিভিন্ন সমস্যা দেখা যায়, তাই আমরা মানা করে থাকি। একান্ত চাইলে তার সুস্থতার নিয়াতে তিলাওয়াত করে দোয়া করতে পারেন।

৯. আমার কোরআন পড়া শুদ্ধ না, আমি কি করব?

উত্তরঃ রুকইয়াহ শুনবেন, মাসনুন যিকরগুলো কষ্ট করে অল্প হলেও করবেন। আর পড়া সহিহ এমন কাউকে দিয়ে পানি ইত্যাদি পড়িয়ে নেবেন। আর নিজে শীঘ্রই প্রাথমিক সূরা গুলো সহিহভাবে শিখে নেবেন।

১০. রুকইয়াহ করলে সমস্যা বাড়ছে, কি করব?

উত্তরঃ রুকইয়াহ করলে যতক্ষণ ইফেক্ট টের পাচ্ছেন, ততক্ষণ বুঝবেন আপনার উপকার হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে রুকইয়াহ করতে থাকবেন। রুকইয়াহ শোনা বা তিলাওয়াত শেষে প্রসাব-পায়খানা এবং ওযু করে আসলে অনেকটা ফ্রেশ লাগবে। আর কষ্ট বেশি হলে রুকইয়ার পর রুকইয়ার পানি খাওয়া এবং রুকইয়ার গোসল করলে এক্ষেত্রে সবচেয়ে উপকার হবে ইনশাআল্লাহ।

রুকইয়ার অডিও সংক্রান্ত

১. রুকইয়ার অডিও কী?

উত্তরঃ রুকইয়াহ করলে কুরানের যে আয়াত ও হাদীসের দুয়া পড়া হয় তার রেকর্ড করা অডিওই রুকইয়ার অডিও। সেলফ রুকইয়াতে যখন কোন রাকি থাকেন না এবং নিজেও আয়াতগুলো পড়তে পারেন না তখন রুকইয়ার অডিও শুনে চিকিৎসা করা হয়।

২. রুকইয়ার অডিও কোথায় পাব?

উত্তরঃ রুকইয়াহ সাপোর্ট বিডির ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে। ঠিকানা-
ruqyahbd.org/download অথবা কারও ফোন বা পিসি থেকে কপি/শেয়ার করে নেয়া যাবে।

৩. প্রশ্নঃ অডিও শুনার নির্দিষ্ট কোনো সময় বা নিয়ম আছে কি? অজু করতে হবে?

উত্তরঃ না, নেই। তবে যতটা গুরুত্ব, মনোযোগ এবং ইয়াক্বিনের সাথে শুনতে পারবেন, তত বেশি উপকার আশা করা যাবে। অযু করে শুনতে পারলে উত্তম। তবে অযু ছাড়াও শোনা যাবে।

৪. অডিও না শুনে তেলাওয়াত করলে হবে?

উত্তরঃ হবে। শোনার চেয়ে নিজে তিলাওয়াত করাই উত্তম। এক্ষেত্রে সরাসরি কোরআন দেখে, পিডিএফ থেকে দেখে বা প্রিন্ট করে নিয়ে কিংবা রুকইয়াহ বই থেকে পড়া যেতে পারে। (পিডিএফ ডাউনলোড-
ruqyahbd.org/pdf)

৫. আমি অনেক ব্যস্ত থাকি, রুকইয়ার অডিও শোনার জন্য এত সময় বের করা কঠিন, কি করতে পারি?

উত্তরঃ প্রতিদিন একটা অডিও অথবা কমপক্ষে পৌনে একঘণ্টা কাজ থেকে আলাদা হয়ে পূর্ণ গুরুত্বের সাথে শুনবেন। এটা সর্বনিম্ন, এর বেশি পারলে আরও ভাল। দিনের বেলায় না পারলে একদম সকালে ফজরের পরপর অথবা রাতে ঘুমের আগে সময় বের করে শুনবেন। আর বাকিগুলো এমন সময় শুনবেন যেসব কাজে তেমন মনোযোগ দিতে হয় না, অর্থাৎ মনোযোগটা রুকইয়ার দিকে রাখবেন আর হালকা কাজ করবেন।

৬. রুকইয়াহ শুনতে গেলে ঘুম আসছে, কি করব?

উত্তরঃ রুকইয়ার পানি রাখবেন কাছে, চোখে-মুখে ছিটা দিবেন, মাঝেমাঝে পান করবেন। এভাবে জেগে থাকতে চেষ্টা করবেন। এরপরেও ঘুমিয়ে পড়লে সমস্যা নেই, কানে রুকইয়ার আওয়াজ গেলেই যথেষ্ট, অল্প হলেও উপকার হবে।

রুকইয়ার পানি খাওয়া এবং গোসল সংক্রান্ত

১. রুকইয়ার পানি কি?

উত্তরঃ রুকইয়ার আয়াত বা দোয়া পড়ে ফুঁ দেয়া পানিকে রুকইয়ার পানি / পড়া পানি বলে।

২. প্রশ্নঃ রুকইয়ার গোসল কী?

উত্তরঃ রুকইয়ার আয়াত/দুয়া পানিতে পড়ে ফুঁ দিয়ে বা পানিতে হাত দিয়ে ডুবিয়ে সেই পানি দিয়ে গোসল করাটাই রুকইয়ার গোসল। বিভিন্ন নিয়মের গোসল আছে।

৩. প্রশ্নঃ রুকইয়ার গোসলের পর নরমাল গোসল করা যাবে?

উত্তরঃ হ্যাঁ, যাবে। সমস্যা নেই।

৪. প্রশ্নঃ অল্প পানিতে রুকইয়াহ করার পর ভেতরে নিয়ে গোসল করা যাবে? নাকি বালতিতেই বেশি পানিতে করতে হবে?

উত্তরঃ বদনজরের রুকইয়ার গোসলে হাত ডুবাতে হয়। আর অন্যগুলোতে পড়ার পর ফুঁ দিয়ে পানি মিলিয়ে নিতে হয়। তাই আপনাকে যে নিয়ম সাজেস্ট করা হবে সেরকম মাপের পাত্রের পানি তৈরি করবেন।

মেয়েদের বিশেষ প্রশ্নগুলো

১. প্রশ্নঃ পিরিয়ডের অবস্থায় কি অডিও শোনা যাবে? গোসল করা বা পানি খাওয়া যাবে?

উত্তরঃ হ্যাঁ, শোনা যাবে। কিন্তু নিজে তেলাওয়াত করা যাবে না। গোসল করা পানি খাওয়া যাবে। তবে এক্ষেত্রে আগে থেকে পানি পড়ে রাখতে হবে বা অন্য কেউ পড়ে ফুঁ দিয়ে দিলে সেটা ব্যবহার করতে হবে।

২. প্রশ্নঃ পিরিয়ডের সময় তো কোরআন পড়া যায় না, কিভাবে গোসল করব?

উত্তরঃ আগের পানি থাকলে সেসব মিশিয়ে গোসল করবেন। আর নতুন পানি তৈরি করা লাগলে আপনি পড়বেন না। অন্য কেউ পানি পড়ে দিবে, এরপর আপনি শুধু গোসল করবেন। যদি কাউকে না পান, তবে শুধু দুয়া পড়ে পানি তৈরি করতে হবে। রুকইয়ার আয়াত এবং দোয়া এর প্রথম পৃষ্ঠার ১-১০নং দুয়া পড়বেন (ruqyahbd.org/pdf লিংকে ১ বা ২নং পিডিএফ অথবা রুকইয়াহ বই দেখে)

৩. প্রশ্নঃ পিরিয়ড অবস্থায় মাসনুন আমল করা যাবে?

উত্তরঃ প্রথমতঃ পিরিয়ডের সময় যেকোন দোয়া পড়া জায়েজ। তাই মাসনুন আমলের মাঝে যে দোয়াগুলো আছে, সেসব নিশ্চিত্তে পড়তে পারেন। দ্বিতীয়তঃ অনেক ফক্বিহদের মতে আয়াতুল কুরসি এবং তিনকুল হিফাজতের দোয়া হিসেবে পড়া বৈধ, এই মত অনুসরণ করলে এসবও পড়তে পারেন। আর সতর্কতা হিসেবে না পড়তে চাইলে ওইসব আয়াতের অডিও শুনতে পারেন। (মাসনুন আমল অ্যাপে সব একসাথে পাওয়া যাবে, ঠিকানা- bit.ly/masnun-app)

৪. প্রশ্নঃ গর্ভাবস্থায় রুকইয়া করা যাবে?

উত্তরঃ সাধারণত এই সময়ে আমরা রুকইয়াহ করতে মানা করি, যাতে সন্তানের উপর কোন ইফেক্ট না পড়ে। তবে গর্ভের সন্তান নষ্টের যাদুর সমস্যা থাকলে তখন করা যেতে পারে।

[আম্নাহ সবচেয়ে ভালো জানেন]